بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২০শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন যা তাঁর অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপনের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কক্ষে বসে বই লিখছিলেন, যেখানকার তাপমাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ কক্ষটিতে একটি পাখা আনার পরামর্শ দেন। হুযূর (আ.) বলেন, **এর ফল তো এটিই হবে যে, মানুষের ঘুম পেতে শুরু করবে এবং সে কাজ করতে পারবে না। আমরা তো সেখানে বসে কাজ করতে চাই, যেখানে গরমে মানুষের শরীর থেকে তেল বের হয়ে যায় অর্থাৎ খুবই কষ্ট হয়।** এভাবেই কাজের ক্ষতির আশঙ্কায় হুযূর (আ.) আরাম-আয়েশ বর্জন করে সাদাসিধে জীবন বেছে নিয়েছিলেন। হুযূর (আ.) তাঁর অধিকাংশ লেখালেখির কাজ নিজের কক্ষের খাটিয়ার ওপর বসেই করতেন, যার ওপর তাঁর কাগজ ও দোয়াত-কলম রাখা থাকত। এই খাটিয়াটিই ছিল হুযূর (আ.)-এর ডেস্ক, চেয়ার এবং পাঠাগার। হুযূর (আ.) ছিলেন পবিত্র কুরআনের এই বাণীর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ **"আমি লৌকিকতা প্রদর্শনকারীও নই।"** [সূরা সাদ: ৮৭]।

হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন **'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম'** পুস্তকটি ছাপানোর সংকল্প করেন, তখন এই অধম সেবককে বলেন, অমৃতসরে ছাপাতে অনেক দেরি হয়, কিন্তু আমরা বইটি দ্রুত ছাপাতে চাই। আপনি যদি আপনার প্রেস কাদিয়ানে নিয়ে আসেন, তাহলে সহজেই ছাপা যাবে এবং সব অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। আমি তাঁর (আ.) নির্দেশ মেনে দুটি প্রেস (এর মেশিনপত্র) কাদিয়ানে নিয়ে আসি। নির্দেশ অনুসারে গোল কামরায় দুটি প্রেসের মেশিন স্থাপন করেছিলাম. তখন পর্যন্ত এছাড়া আর এমন কোনো ঘর ছিল না যেখানে প্রেস স্থাপন করা যেত। এরপর পুস্তক ছাপার কাজ শুরু করি। হুযূরের রীতি ছিল, তিনি লিখতে থাকতেন এবং সাথে সাথেই কপি লেখা হতো, যেমন কেউ চিঠি লেখে আর সে সময়ই তা ছাপা হতে থাকে। ইমাম উদ্দীন লাহোরী নামে একজন লিপিকার ছিলেন; হুযূরের হাতের লেখা পড়ার ক্ষেত্রে তিনি বেশ ভালো দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন এবং আমারও ভালো অভ্যাস ছিল। তিনি বলেন, সে সময় গোল কামরার বাইরে আমি পাথর ঠিক করছিলাম (তৎকালে পাথরের ওপর লেখা হতো এবং তা দিয়ে ছাপানো হতো)। এমন সময় হযরত আকদাস (আ.)ও আমার কাছে এসে মাটিতে উবু হয়ে পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসেন আর প্রুফে তিনি যেসব ভুল চিহ্নিত করেছিলেন তা আমাকে বলতে থাকেন আর আমি তা ঠিক করতে থাকি। এখানেও তাঁর সাদাসিধে চালচলন এবং বৈশিষ্ট্যের অনন্য পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত আকদাস (আ.) কখনো মেঝেতে শুয়ে পড়তেও কোনো সংকোচ বোধ করতেন না। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী (রা.) বলেন, **"তাঁর স্বভাবে এমন বিনয়, নম্রতা এবং নিঃস্বার্থপরতা অর্থাৎ নিরহংকারিতা রয়েছে যে, এর চেয়ে বেশি হওয়া আর সম্ভব নয়। তিনি হয়তো মাটিতে বসে আছেন আর অন্য লোকজন ফরাশে বা উঁচু স্থানে বসে আছে— তাঁর পবিত্র হৃদয় এসব বিষয় আদৌ উপলব্ধি করত না।"** নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, চার বছর আগের কথা— হুযূরের পরিবারের লোকজন

লুধিয়ানায় গিয়েছিলেন। আর অন্দরমহলে নতুন ঘর সবেমাত্র তৈরি হয়েছিল। আমি দুপুরের সময় সেখানে পাতা একটি খাটিয়ার ওপরে শুয়ে পড়ি। হুযূর (আ.) পায়চারী করছিলেন। একসময় আমার ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, তিনি আমার খাটিয়ার নিচে মেঝেতে শুয়ে আছেন! আমি শ্রদ্ধার কারণে ও সংকোচবশত তটস্থ হয়ে উঠে বসি। তিনি অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি উঠলেন কেন?" আমি নিবেদন, "আপনি নিচে মেঝেতে শুয়ে আছেন, আমি ওপরে ঘুমিয়ে থাকি কী করে?" তিনি মুচকি হেসে বলেন, **"আমি তো আপনাকে পাহারা দিচ্ছিলাম; ছেলেরা শোরগোল করছিল, তাদের বারণ করছিলাম যাতে আপনার ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে।"**

১৯০৬ বা ১৯০৭ সালের দিকে দেয়ালের একটি পেরেকের সাথে ধাক্কা লেগে হুযূর (আ.)-এর রক্তপাত হয়েছিল। সুস্থ হয়ে ওঠার ওই সময়টাতে তিনি ঘর থেকে বের হতেন না। কয়েকজন সাহাবী একত্রিত হয়ে হুযূর (আ.)-এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি (আ.) অনুমতি প্রদান করেন। তাঁরা ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, হুযূর (আ.) তাঁর বিছানায় বসে আছেন। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং সবার সাথে করমর্দন করেন। এরপর হুযূর (আ.) নিজে একটি ছোটো খাটিয়াতে বসেন এবং অতিথিদের বড়ো পালঙ্কে বসার অনুরোধ জানান। এথেকে হুযূরের সাদামাটা জীবনযাপন এবং অতিথিদের সম্মান করার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

হুযূর (আ.) চাইলে নিজের ঘরটি সর্বোত্তম উপকরণ দিয়ে তৈরি করতে পারতেন এবং তাঁর মেঝের কার্পেটগুলো হতে পারত সূক্ষ্মতম রেশমের তৈরি। তবুও তাঁর ঘর ছিল অত্যন্ত সাদামাটা; এমনকি ঘরের বাইরে তিনি যে বেঞ্চটিতে বসতেন, সেটিতেও ধুলো জমে থাকতে দেখা যেত। হুযূর (আ.) এসব জাগতিক জিনিসের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তিনি (আ.) সর্বদা জোর দিয়ে বলতেন, ইট-পাথরের পেছনে অপব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং তা হওয়া উচিত সাদাসিধে এবং কেবল প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী। হুযূর (আ.) বলতেন, কোনো সম্পত্তির প্রতিই তাঁর কোনো মোহ বা টান নেই; বরং তিনি নিজের ঘরটিকেও অন্য যে কোনো সাধারণ ঘরের মতোই মনে করেন। এরপর হুযূর (আ.) এমন একটি ঘরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন, যার চারপাশে তাঁর সাহাবীদের ঘর থাকবে এবং ঘরটির চারদিকে জানালা থাকবে, যেন তিনি সর্বদা তাঁদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন। হুযূর (আ.) যে কক্ষটিতে থাকতেন তা ছিল খুবই ছোটো, যাতে একটি খাটিয়া এবং কাঠের একটি ছোটো বেঞ্চ ছিল। হুযূর (আ.) প্রায়শ চারপাইটি অন্য কাউকে ছেড়ে দিতেন এবং নিজে কাঠের সেই ছোটো বেঞ্চটিতে ঘুমাতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে হুযূর (আ.) অতি সামান্য উপহারও সাদরে গ্রহণ করতেন। একবার এক ব্যক্তি একটি পুরনো কোট কিনে এনে হুযূর (আ.)-কে উপহার দেন এবং সেটি পরার জন্য পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করেন। হুযূর (আ.) বলেন, তিনি অবশ্যই এটি পরিধান করবেন। অতঃপর হুযূর (আ.) নিজের পরনের কোটটি খুলে ফেলেন এবং লোকটির সদ্য উপহার দেওয়া সেই পুরনো কোটটি পরিধান করেন।

স্বাস্থ্যের কারণে খেতে পারবেন না এমন কোনো খাবারও যদি কখনো হুযূর (আ.)-কে উপহার দেওয়া হতো, তবুও কারো মনে কষ্ট না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তা প্রত্যাখ্যান না করে সাদরেগ্রহণ করতেন। হযরত

মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি যখন ছোটো ছিলেন তখন হুযূর (আ.)-এর মজলিসে বিরোধীরা এলে হুযূর (আ.) তাদের সাথে অত্যন্ত কোমলতা ও বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। এতে আমার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, হুযূর (আ.) হয়তো তাদের সাথে যুক্তিতর্কে পেরে উঠবেন না বলেই এমন নরম সুরে কথা বলেন। কিন্তু বিরোধীরা যখন তাদের বিরোধিতায় সীমাতিক্রম করত, তখন হুযূর (আ.) এমন অসামান্য দক্ষতার সাথে উত্তর দিতেন যে, মনে হতো কোনো ঐশী শক্তি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি এত চমৎকারভাবে উত্তর দিতেন যে, বৈঠকের সবাই স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। হুযূর (আ.) যখনই কারো সাথে দেখা করতেন, হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। এতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির মনে হতো— তার জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট যেন নিমিষেই দূর হয়ে গেছে। হুযূর (আ.) অতি সাধারণ মানুষের কথাও পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কখনো কখনো মানুষ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলে যেত, তবুও হুযূর (আ.) ধৈর্য সহকারে তাদের সব কথা শুনতেন।

এরপর হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনান, যেখানে তিনি নিজের সরলতা ও সত্যতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **"দীর্ঘ বারোটি বছর-যা বেশ দীর্ঘ একটি সময়- আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কেননা এতদিন আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসই পোষণ করে আসছিলাম। অতঃপর দীর্ঘ বারো বছর অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে বিষয়টির প্রকৃত রহস্য আমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার সময় আসে এবং ঐশী ওহী বারবার আমাকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করে যে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্। সংক্ষেপে, এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র ওহী যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, 'তোমাকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশ্যে প্রচার করো' এবং আমাকে বহু নিদর্শন প্রদান করা হয় এবং আমার হৃদয় সুস্পষ্ট বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে যায়; কেবল তখনই আমি মানুষের কাছে এই বার্তা প্রচার করতে শুরু করি। বস্তুত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এই পরিকল্পনা ছিল আমার সত্যবাদিতার প্রমাণ এবং আমার সরলতার একটি অনন্য নিদর্শন। এ বিষয়টি যদি কোনো মানুষের পরিকল্পনা হতো, তবে 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশিত হওয়ার দিনগুলোতেই আমি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে দাবি করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ 'বারাহীনে আহমদীয়া'তে লিপিবদ্ধ ওহীর প্রকৃত মর্মার্থ আমার দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছিলেন এবং আমি বুঝতে পারিনি যে, সেখানে আমাকেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলা হয়েছে। আমার সরলতার কারণেই এমনটি ঘটেছিল আর এটিই আমার সত্যবাদিতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।"**

একবার দিল্লি থেকে ফেরার পথে হুযূর (আ.) অমৃতসরে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। তাঁর সহধর্মিণীও তাঁর সাথে ছিলেন। হুযূর (আ.) তাঁর এক ছেলেকে কোলে নিয়েছিলেন এবং একই সাথে একটি ভারী ব্যাগও বগলদাবা করে রেখেছিলেন। একজন সাহাবী ব্যাগটি বহনে সাহায্য করতে চাইলে হুযূর (আ.) নিজেই জোর দিয়ে সেটি বহনের জন্য হাতে নিয়ে নেন এবং তাকে শুধু পানদানীটি নিতে বলেন। এই দৃশ্য দেখে স্টেশনে উপস্থিত কয়েকজন ইংরেজ যুবক অনুরোধ জানায় যে, হুযূর (আ.) যদি একটু দাঁড়ান তবে তারা তাঁর একটি ছবি তুলতে চায়। কোলে সন্তান এবং বগলে ভারী ব্যাগ থাকা অবস্থায় হুযূর (আ.) কোনো দ্বিধা বা প্রশ্ন ছাড়াই

তাদের অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং কোনো ধরনের বিশেষ ভঙ্গিমা ছাড়া একেবারে সাধারণভাবে দাঁড়িয়ে যান, যাতে তারা তাঁর ছবি তুলতে পারে।

হুযূর (আ.) সাধারণ মানুষের সাথে বসে খাবার খেতে পছন্দ করতেন। একবার এক যুবক হুযূর (আ.)-কে কাছ থেকে দেখার জন্য কাদিয়ানে আসেন। তিনি লক্ষ্য করেন, হুযূর (আ.)-এর খাওয়ার ধরন সবার চেয়ে আলাদা। অন্যরা যখন বড়ো বড়ো লোকমায় খাচ্ছিলেন, তখন হুযূর (আ.) ছোটো ছোটো লোকমা নিচ্ছিলেন এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে চিবিয়ে খাচ্ছিলেন যেন তাঁর হাতও পরিষ্কার থাকে। হুযূর (আ.) খাওয়ার সময় কোনো তাড়াহুড়ো করতেন না; বরং গলাধঃকরণ করার আগে অত্যন্ত ভালোভাবে খাবার চিবিয়ে নিতেন। আর এই পুরো সময়জুড়ে তিনি চারপাশের মানুষদের উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। যুবকটি অবাক হয়ে ভাবেন, কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা না করে এবং সারাজীবন কাদিয়ানের মতো গণ্ডগ্রামে সাধারণ মানুষের মাঝে বসবাস করেও তিনি কীভাবে এমন মার্জিত ও পরিশীলিত এবং বিজ্ঞানসম্মত আহারের আদব-কায়দা রপ্ত করেছেন! যিনি বর্তমান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিবর্জিত (অর্থাৎ এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ)—তাহলে সেটি কোন্ শক্তি, যার প্রভাবে তিনি এমন এক নীতি অনুসরণ করে চলেছেন যা আধুনিক গবেষণার এক অনন্য নিদর্শন? (সে যুগে এটিই ছিল সদ্য উদ্ভাবিত নতুন গবেষণা।) এর পেছনে এ ছাড়া আর কোনো কারণই বোধগম্য হয় না যে, স্বয়ং খোদাই তাঁকে এ শিক্ষা দান করছেন। হৃদয়ে এ ভাবনা উদিত হওয়া মাত্রই তিনি হুযূরের সমীপে বয়আতের আবেদন জানান এবং নিজের ভাষায় হুযূরের সামনে এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)